গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০২১
সময় : সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হল।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প ও ৩টি উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কিমের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি প্রকল্প/স্কিমসমূহের বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যানগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০২। সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অত:পর পরিচিতি পর্ব শেষে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভার আলোচ্যসূচি সভাকে অবহিত করেন এবং উপসচিব (পরিকল্পনা) কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে উপসচিব (পরিকল্পনা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপন করেন এবং আলোচনা হয়।

৩। আলোচ্যসূচি (ক): গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ:
উপসচিব (পরিকল্পনা) গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৪। **আলোচ্যসূচি (খ): গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।** সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে নিম্নরুপ আলোচনা হয়।

গত সভার সিদ্ধান্ত	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি
"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প: গত ১১ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে গত ০৩/১১/২০২১ তারিখে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থাপনের জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে আহবান জানালে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মূল নকশা অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় এবং আঞ্চলিক পরিষদ এর চাহিদা অনুযায়ী ছোট খাট সংশোধন যেমন রাস্তা প্রসস্থকরণ, গাড়ী রাখার সেড নির্মাণ, কেয়ারটেকারের রুম ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন স্থাপত্য অধিদপ্তর আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে সরবরাহ করবে মর্মে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়। স্থাপত্য অধিদপ্তরের চূড়ান্ত নকশা প্রাপ্তির পর গণপূর্ত অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করবে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান। এছাড়াও গণপূর্ত অধিদপ্তর তিনটি সাইটের বাউন্ডারী ওয়ালের টেন্ডার আহবান এর কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। চেয়ারম্যান বাংলোর সাইটের বাউন্ডারী ওয়াল আগামী ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে, অফিস ভবন কমপ্লেক্স এবং আবাসিক ভবন এলাকার বাউন্ডারী ওয়ালের কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বর ২০২১ মাসের ৩য় সপ্তাহে শুরু করতে পারবে মর্মেও গণপূর্ত অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান।

গত সভার সিদ্ধান্ত	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি
স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্র্যাকটস (এসআইডি সিএইচটি)"শীর্ষক প্রকল্প এর সভা আহবান সংক্রান্ত : ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্র্যাকটস (এসআইডি সিএইচটি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কী ধরণের কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে তার কনসেপ্ট নোটসহ একটি সভা আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন যে, গত ১০/১১/২০২১ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্র্যাকটস (এসআইডি-সিএইচটি)" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি গত ১৪/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহ এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন।
উন্নয়ন সহায়তার আওতায় স্কিম তালিকা প্রণয়ন ও দাখিল সংক্রান্ত : আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে উন্নয়ন সহায়তার আওতায় যে সকল স্কিম গ্রহণ করা হবে তার তালিকা এখনই তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রণীত তালিকা ৩০ জুলাই এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তার আওতায় গৃহীতব্য স্কিমের তালিকা যাতে ৩০ জুলাই এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলে সভাকে অবহিত করেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, প্রতিটি অর্থ বছরই অনেক স্কিমের আবেদন সংস্থাসমূহে জমা পড়ে তবে বাজেট এবং বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা থাকায় সকল স্কিম গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। এক্ষেত্রে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে যে সকল স্কিম গ্রহণ সম্ভব হয়নি সেগুলো থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামী অর্থ বছরের জন্য স্কিম তালিকা চূড়ান্ত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অবশ্যই আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই স্কিমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যানগণও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের স্কিমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, সকল সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্কিমের তালিকা দিতে পারবেনা সে সকল সংস্থাকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে না। সভাপতি বলেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্কিম তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেলে স্কিম গ্রহণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অনেক সময় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিও বৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি আগামী মে মাসের মধ্যে সকল স্কিমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংস্থাসমূহকে পূনরায় অনুরোধ জানান।
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প সংক্রান্ত : ক) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বাজারশেড নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের কার্যক্রম চূড়ান্ত করে আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক বাজারশেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বাজার সেড নির্মাণের পূর্বে ডিপিপি অনুযায়ী ১টি বাজার সেড নির্মাণের পর তা মন্ত্রণালয়কে দেখিয়ে অনুমতি গ্রহণপূর্বক পরবর্তীগুলো তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বাজারশেড নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের চূড়ান্ত তালিকা গত ১৭/১১/২০২১ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। তবে ডিপিপি অনুযায়ী নতুন কোন বাজারশেড নির্মাণের কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, প্রকল্পটির মেয়াদ বাকি রয়েছে মাত্র ৭ মাস। এ সময়ের মধ্যে ১০০টি বাজার সেড নির্মাণ করতে হবে। ১ মাস পূর্বের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় তিনি সভায় উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, কাজ করতে না পারলে সরকারে অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বাজার সেড নির্মাণের স্থান নির্বাচিত না থাকায় বাজারসেড নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। বর্তমানে তালিকা প্রণীত হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ডিপিপিতে উল্লিখিত ডিজাইন অনুযায়ী একটি বাজারসেড তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে ছবি প্রেরণ করা হবে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী জুন, ২০২১ এর মধ্যে অবশিষ্ট ৯৯টি বাজারসেড নির্মাণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ এ শেষ হবে তাই ১০০টি বাজারসেড মে, ২০২১ এর মধ্যেই তৈরি করতে হবে। প্রকল্পের আগামী ৭ মাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ১৫ ডিসেম্বর,

গত সভার সিদ্ধান্ত	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
খ) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্প ও "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের তালিকা (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, এনআইডি, জমির পরিমান, চারার পরিমান) আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	খ) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্প ও "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের তালিকা (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, এনআইডি, জমির পরিমান, চারার পরিমান) গত ১৭/১১/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয় হতে কর্মকর্তাগণ যখন প্রকল্প পরিদর্শনে যাবেন তখন উক্ত তালিকা অনুযায়ী বাগান পরিদর্শন করবেন। তালিকার সফট কপি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
<u>"পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত :</u> "পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	"পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি জানতে চান যে, চারা রোপনের সঠিক সময় কখন এবং চারা রোপনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এপ্রিল-মে মাস চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে তিনি জানান যে, সম্প্রতি তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জনবল নিয়োগের পর সাইট ভিজিট করে উপকারভোগীদের তালিকা চুড়ান্ত করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, দেশী জাতের গাছের চারা রোপন করা যাবে না। প্রকল্পের আওতায় বিদেশী উন্নত জাতের চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখনই চারা/বীজ আমদানীকারকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কি পরিমান চারা/বীজ প্রয়োজন হবে তার সংখ্যা তাদেরকে জানিয়ে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আগামী এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে চারা রোপন করা সম্ভব হবে না। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে কাজ শুরুর জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। আগামী ১৫ ডিসেম্বর এর মধ্যে প্রকল্পের একটি কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।
<u>রাস্তার পরিচিতি কোড নম্বর প্রদান সংক্রান্ত :</u> ক) নির্মিত প্রতিটি রাস্তার একটি নম্বর/কোড ব্যবহার করে তার তালিকা আগামী সভার পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত প্রতিটি রাস্তার একটি নম্বর/কোড ব্যবহার করে তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি হতে এ সংক্রান্ত তালিকা পাওয়া যায়নি। সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ জানান যে, তালিকা তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তারা আরো জানান যে, উন্নয়ন বোর্ড এবং জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত অনেক রাস্তাই এলজিইডি কর্তৃক গেজেট করে তাদের তত্ত্বাবধানে নেয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যে সকল রাস্তা এলজিইডির তত্ত্বাবধানে চলে গেছে এবং যে গুলো এখনো যায়নি তার তালিকা তৈরি করতে হবে। যে সকল রাস্তা এখনো এলজিইডি এর তত্ত্বাবধানে যায়নি সেগুলোর কোড তৈরি করে আগামীতে তা নিয়মিত মেরামত/সংস্কার ও প্রয়োজনে বর্ধিত/প্রশস্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি সংস্থা আলাদা আলাদা কোড ব্যবহার করবে যাতে কোড দেখলেই বোঝা যায় এটি কোন সংস্থা কর্তৃক তৈরি করা হয়েছে।।
<u>সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত :</u> ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প [পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এলজিইডি অংশ ও পিএমইউ) ২য় পর্যায়] এর পিসিআর আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প, এবং 'পার্বত্য	উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সমাপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন ২য় পর্যায় প্রকল্পের এলজিইডি অংশের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে এবং প্রাপ্ত পিসিআর গত ১৪/১১/২০২১ তারিখ আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের পিএমইউ অংশের পিসিআর তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প

গত সভার সিদ্ধান্ত	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি
চট্টগ্রামরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত পিসিআর ১০ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা জানিয়েছেন। সভাপতি আগামী ৩০ নভেম্বর এর মধ্যে উক্ত প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন' শীর্ষক প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে মর্মে উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন। পিসিআরগুলো দ্রুত আইএমইডিতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।
উন্নয়ন সহায়তার আওতায় প্রকল্প/স্কিম প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন সংক্রান্ত : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় প্রাপ্ত স্কিম তালিকা পর্যালোচনা পূর্বক ৩০ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবগত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় প্রাপ্ত স্কিমের চূড়ান্ত তালিকার জি.ও গত ২১/১১/২০২১ তারিখে জারী করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় অর্থ ছাড়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য ২২/১১/২০২১ তারিখে নথি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুমতি প্রাপ্তির পর অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও হেডম্যানদের অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : ক) নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ভালভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদন করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। খ) হেডম্যানদের অফিস রুম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি ডিপিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	ক) নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ভালভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদন করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে মর্মে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি সভাকে অবগত করেন। খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি সভাকে অবগত করেন হেডম্যানদের অফিস রুম নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি এখনো তৈরি হয়নি। তবে হেডম্যানদের অফিস রুম নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সাইট নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সার্ভে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, তিন পার্বত্য জেলার সকল অফিসমসমূহ একই ডিজাইনে তৈরি করতে হবে এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য স্থানে অফিস ভবন তৈরি করতে হবে।
প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী পানির উৎস তৈরি সংক্রান্ত : তুলা চাষ সম্প্রসারণ, ইক্ষু চাষ, কফি ও কাজুবাদামের চারা রোপনের পূর্বে ডিপিপিতে উল্লিখিত পানির উৎস নির্বাচন করে প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃষ্টি করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবগত করেন যে, ইক্ষু, কফি ও কাজুবাদাম চাষ সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত পানির উৎস এখনো নির্বাচন করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন যে, আউটসোসিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের পর সাইট পরিদর্শন করে পানির উৎস নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি আগামী ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, রুমা উপজেলায় বর্তমানে কফি ও কাজু বাদাম চাষ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। উক্ত স্থানের কৃষকদের সাথে পরামর্শক্রমে পানির উৎস না থাকলেও কিভাবে গাছের যত্ন করা হয় সে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সাথে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করে দ্রুত প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
'রাংগামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত : 'রাংগামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর সাইটের তালিকা আগামী ১১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	'রাংগামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে অবগত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর সাইটের খসড়া তালিকা তৈরি হয়েছে। তালিকা ৩০ নভেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। সভাপতি চুড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫। **আলোচন্য সুচি (গ):** মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:

উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ বছরে মোট উন্নয়ন বরাদ্দ ৮২০.৮৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৩টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৭৪.৭২ কোটি টাকা, তিনটি উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা এবং অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ ৬.১২ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৩১ অক্টোবর ২০২১ মাস পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৮.৮৫%, পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে এ অগ্রগতি ছিল ৬.৬১%। ৩০ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয়ভাবে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ১৩.০৬%। উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ১৩০.০০ কোটি টাকা ছাড় না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ১৩০.০০ কোটি টাকা ছাড়ের প্রস্তাব গত ২২/১১/২০২১ তারিখ অর্থ বিভাগ প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থ চলতি নভেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যেই ছাড় করা সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে আগামী মাস হতে অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্থ বছরের শুরু হতেই জাতীয় অগ্রগতি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) তে নির্ধারিত মানের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। অত:পর সভায় প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।

০৬। আলোচ্যসূচি (ঘ): অননুমোদিত প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি

উপসচিব (পরিকল্পনা) নতুন/অননুমোদিত প্রকল্প গ্রহনের কার্যক্রম বিষয়ে সভাকে নিম্নরূপভাবে অবহিত করেন :

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম: প্রাক্কলিত ব্যয়: বাস্তবায়নকাল: বাস্তবায়নকারী সংস্থা:	অগ্রগতি
১	২	৩
০১।	প্রকল্পের নাম: বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৬৫.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদ : ডিসেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০১/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।
০২।	প্রকল্পের নাম: রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৯২.১৩ লক্ষ টাকা মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০১/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।
০৩।	প্রকল্পের নাম: খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলা সদর হতে বর্মাছড়ি বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৭০.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদ : ডিসেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০১/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নাই।
০৪।	প্রকল্পের নাম: খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদরের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্রীজ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৯১.২৫ লক্ষ টাকা মেয়াদ : জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৫ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	গত ১৭ আগস্ট, ২০২১ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ছিল প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে এ মন্ত্রণালয় হতে একজন কর্মকর্তা প্রকল্পের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিল করবে। উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সমন্বয়-২) প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তবে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

৭। **আলেচ্যসূচি (ঙ):** বিবিধ

ক) মাননীয় মন্ত্রী ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, নভেম্বর মাসে মন্ত্রীর বাসভবন বুঝিয়ে দেয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। এছাড়াও তিনি আগামী ৫ জানুয়ারি ২০২২ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে পার্বত্য মেলা আয়োজন করা হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, আগামী ৩০ ডিসেম্বর এর মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীর বাসভবনের ইনটেরিয়র ডিজাইনসহ আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম সমাপ্ত করে মাননীয় মন্ত্রীকে বুঝিয়ে দেয়া যাবে। সভাপতি আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে কমপ্লেক্স চত্বরটি প্রস্তুত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড মসলা ও মিশ্র ফল চাষ সংক্রান্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে ছবি ও ভিডিও মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ২/৩টি সেচ ড্রেইন যেখানে মিলিত হবে সে খানের ড্রেইনগুলো প্রশস্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিন পার্বত্য জেলার পানীয় জলের বর্তমান কাভারেজ এবং চাহিদার পরিমান এবং সে অনুযায়ী সুবিধাদি তৈরীর জন্য ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদনের নিমিত্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিদর্শন করার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

খ) সভাপতি প্রকল্প পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যে সকল প্রকল্প আগামী জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হবে ও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে তার তথ্যাদি এবং যে সকল প্রকল্পের বর্তমানে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ প্রয়োজন হবে না তার তথ্যাদিও আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করবে।

০৭। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় :

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
৭.১	**"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প:** স্থাপত্য অধিদপ্তর "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এর পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে সরবরাহ করবে। গণপূর্ত অধিদপ্তর দ্রুত বাউন্ডারী ওয়ালের কার্যক্রম শুরু করবে এবং মূল ভবনের নকশা প্রাপ্তির পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর /গণপূর্ত অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক
৭.২	**"ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প** "ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় মাননীয় মন্ত্রীর বাসভবন আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে বসবাসের উপযোগী করে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করতে হবে। একই সাথে পার্বত্য মেলা ০৫ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে আয়োজনের লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে কমপ্লেক্স চত্বরটি প্রস্তুত করতে হবে।	গণপূর্ত বিভাগ/ প্রকল্প পরিচালক
৭.৩	**পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প সংক্রান্ত :** ক) আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ডিপিপিতে উল্লিখিত ডিজাইন অনুযায়ী একটি বাজারসেড তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে ছবি প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী আগামী জুন, ২০২১ এর মধ্যে অবশিষ্ট ৯৯টি বাজারসেড নির্মাণ করতে হবে। খ) ডিসেম্বর, ২০২১-জুন,২০২১ পর্যন্ত সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। খ) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্প ও "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট বাগান পরিদর্শনের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের তালিকা সফট কপি (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, এনআইডি, জমির পরিমান, চারার পরিমান) মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করতে হবে। গ) মসলা ও মিশ্র ফল চাষ সংক্রন্ত ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে ছবি ও ভিডিও মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক খ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক গ) উপসচিব (পরিকল্পনা) ঘ) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
৭.৪	**"পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত :** ক) প্রকল্পের আওতায় বিদেশী উন্নত জাতের চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) চারা/বীজ আমদানীকারকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কি পরিমান চারা/বীজ প্রয়োজন হবে তার সংখ্যা তাদেরকে জানিয়ে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। গ) আগামী এপ্রিল-মে মাসে চারা/বীজ রোপনের কর্মপরিকল্পনা আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৭.৫	**রাস্তার পরিচিতি কোড নম্বর প্রদান সংক্রান্ত :** ক) যে সকল রাস্তা এলজিইডির তত্ত্বাবধানে চলে গেছে এবং যেগুলো এখনো যায়নি তার তালিকা (কোডসহ) তৈরি করে আগামীতে তা নিয়মিত মেরামত/সংস্কার এবং বর্ধিত/প্রশস্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে নির্মিত রাস্তাসমূহের চূড়ান্ত তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
৭.৬	**সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত :** ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এর পিএমইউ অংশের পিসিআর আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন' শীর্ষক প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত আইএমইডিতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা)/ প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিএমইউ)
৭.৭	**'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত :** "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৭.৮	**প্রকল্প/স্কিম পরিদর্শন সংক্রান্ত :** প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি
৭.৯	**অর্থ বরাদ্দ চাহিদা সংক্রান্ত :** যে সকল প্রকল্প আগামী জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হবে তার তথ্যাদি এবং যে সকল প্রকল্পের বর্তমানে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ প্রয়োজন হবে না তার তথ্যাদিও আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৭.১০	**নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত :** তিন পার্বত্য জেলার পানীয় জলের বর্তমান কাভারেজ এবং ঘাটতি পূরণের জন্য ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদন করতে হবে।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।
৭.১১	ইক্ষু, কফি ও কাজুবাদামের চারা রোপন এর কার্যক্রম সংক্রান্ত : ইক্ষু, কফি ও কাজুবাদামের চারা রোপনের কর্মপরিকল্পনা ও উপকারভোগীদের তালিকা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

৮। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/১১/২০২১
(মোসাম্মৎ হামিদা বেগম)
সচিব

নং-২৯.০০.০০০০.২২৫.০০৬.০৬.২১-২২০

তারিখ ঃ ২৮ নভেম্বর, ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাংগামাটি।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপসচিব, বাজেট-১৮)।
৩. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ:আঃ পরিচালক-১২)।
৫. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৬. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৭. সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৯. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
১০. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
১১. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
১২. চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।

D:/Development/Meeting/Minutes doc

১৩. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, "স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস" শীর্ষক প্রকল্প ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪. ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

১৫. প্রকল্প পরিচালক, "ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, PWD প্রজেক্ট সার্কেল-২, ঢাকা, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

১৭. উপসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।

১৯. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ(বিশেষ সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প ও উসচিব (পরিকল্পনা), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২০. প্রকল্প পরিচালক, "রাংগামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি ।

২১. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

২২. প্রকল্প পরিচালক, "খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ ও পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।

২৩. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

২৪. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

২৫. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্রগাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

২৬. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

২৭. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।

২৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।

৩১. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলার পল্লী অবকাঠামো নির্মান " শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান ।

৩২. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।

৩৩. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাইখালী খালের উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।

৩৪. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।

৩৬. প্রকল্প পরিচালক, "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সাথে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছাড়ি।

৩৭. প্রকল্প পরিচালক "খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছাড়ি।

৩৮. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্প, ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি।

৩৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ১৫ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা ।

৪০. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।

৪১. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।

৪২. নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ১৫ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।

৪৩. জনাব আহমেদ বশীর উদ্দিন, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

৪৪. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৪৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাংগামাটি।

৪৬. প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ(১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

৪৭. প্রকল্প পরিচালক "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ" শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।

৪৮. ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার, "স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস" শীর্ষক প্রকল্প, আইডিবি ভবন আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

৪৯. জনাব ওয়াহিদ পলাশ, সহকারী প্রোগ্রামার/জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

২৮/১১/২১
(কাজী মোখলেছুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০০৭
ই-মেইল : mokles_bd@yahoo.com

D:/Development/Meeting/Minutes doc